গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইন কোষ ও বিধি শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.msw.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০০.০০০০.০৫২.০০০.২২.০০০৮.২৫.৪৯

তারিখ: ০৮ আশ্বিন ১৪৩২ / ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বিষয়: বৃটিশ আমলে প্রণীত 'The Orphanages and Widows Home Act-1944'কে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করণের জন্য গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

উর্পযুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বৃটিশ আমলে প্রণীত 'The Orphanages and Widows Home Act-1944'কে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করণের জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জনাব মোছা: হাজেরা খাতুন যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা অধিশাখা) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: (১) সভার কার্যবিবরণী;
(২) বাংলা ভাষায় রুপান্তরিত আইন।

(মোঃ আহসানি হাবীব)
সহকারী সচিব
ফোন: ০২-৫৫১০১৩৪৪

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা **(বাংলা ভাষায় রুপান্তরিত আইনটি সমাজসেবা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
৩। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা ।
৪। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সংস্থা ও মামলা শাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (আইন কোষ ও বিধি শাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(বাংলা ভাষায় রুপান্তরিত আইনটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**

সদয় অবগতি জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিবের (প্রশাসন অনুবিভাগ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিবের (প্রশাসন অধিশাখা) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
আইন কোষ ও বিধি শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: বৃটিশ আমলে প্রণীত 'The Orphanages and Widows Home Act-1944'কে বাংলা ভাষায় রুপান্তর করণের জন্য গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ	:	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, মঙ্গলবার।
সভার সভাপতি	:	মোছা: হাজেরা খাতুন, যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা অধিশাখা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভার স্থান	:	কক্ষ নং-৩০৩, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভায় উপস্থিতি	:	সংযোজনী -ক দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (আইন) সভাকে জানান যে, উক্ত আইনটি ১৯৪৪ সালের ২৯শে জুন প্রণয়ন করা হয়। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের একটি আইন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ০৩ মে, ১৭৯৯ হতে ১৮ এপ্রিল, ১৯৪৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে ইংরেজী ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয় । উক্ত ইংরেজীতে প্রণীত আইনটি বাংলায় প্রণয়নের নিমিত্ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আইন ও সংস্থা অধিশাখার যুগ্মসচিবকে সভাপতি, আইন ও বিধি শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিবকে সদস্য-সচিব, মামলা ও সংস্থা শাখার উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিবকে সদস্য এবং সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (প্রতিষ্ঠান)কে সদস্য করে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটি গঠন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে আজকের সভা আহ্বান করা হয়েছে।

০৩। সমাজসেবা অধিদফতরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ও পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) সভায় জানান যে, আইনটিতে মোট ১০টি ধারা রয়েছে। আইনটি ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৪ সালে প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে তা বাংলায় রুপান্তর করা হয়। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজিতে প্রণীত উক্ত আইনটি বাংলায় এখনও প্রণয়ন করা হয়নি এমন তথ্য ভুল/ অসাবধানতাবশত সমাজসেবা অধিদফতর হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে আলোকে উক্ত তথ্যটি (ইংরেজিতে প্রণীত আইনটি এখনও বাংলায়ে প্রণয়ন করা হয়নি) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছিল।

০৪। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনাপূর্বক সর্বসম্মতক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) "The Orphanages and Widows Home Act, 1944" ইংরেজিতে প্রণীত আইনটি ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে- যা বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়ের অফসেট শাখা কর্তৃক ১৯৯৯ সালে মুদ্রিত হয়। বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে জানিয়ে দেয়া যেতে পারে; এবং

(খ) ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রণীত উক্ত আইনটির কপি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে।

০৫। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাটি সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

16/09/25

(মোছা: হাজেরা খাতুন)
যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
ও
কমিটির সভাপতি।

বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত
আইন নং

১৯৪৪ সালের অর্ফানেজ এবং বিধবা গৃহ আইন
(বঙ্গ আইন)

বিষয়বস্তু

ধারা

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন

২. সংজ্ঞা

৩. আইনটি নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

৪. লাইসেন্স ছাড়া এতিমখানা, বিধবা গৃহ বা বিবাহ ব্যুরো খোলা বা পরিচালনা নিষিদ্ধ

৫. এতিমখানা, বিধবা গৃহ বা বিবাহ ব্যুরো খোলা বা পরিচালনার লাইসেন্স

৬. লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল

৭. প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

৮. জরিমানা

৯. মামলা-মোকদ্দমা

১০. এখতিয়ার

১১. নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা

অর্গানাইজেশন এবং বিধবা গৃহ আইন, ১৯৪৪

১৯৪৪ সালের আইন নং ৩

[২৯শে জুন, ১৯৪৪

বাংলাদেশে এতিমখানা, বিধবা গৃহ এবং বিবাহ ব্যুরো-এর উন্নত নিয়দন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি আইন।
যেহেতু বাংলাদেশে এতিমখানা, বিধবা গৃহ এবং বিবাহ ব্যুরো-এর উন্নত নিযন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যবস্থা করা সমীচীন; এটি এতদ্বারা নিম্নরূপ প্রণীত হচ্ছে:-

১. (১) এই আইনকে ১
[* * *] এতিমখানা ও বিধবা গৃহ আইন, ১৯৪৪ বলা যেতে পারে।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং সূচনা

(২) এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য।

(৩) এটি এমন এলাকায় কার্যকর হবে যে তারিখগুলি সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দেশিত করতে পারে।

২. এই আইনে, যদি না 'বিষয় বা প্রসঙ্গের মধ্যে কোন বিরোধপূর্ণ কিছু থাকে,-

সংজ্ঞা [* * *]

(২) "বিবাহ ব্যুরো" বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যা 'ব্যক্তিদের বিবাহের আলোচনা করে এবং এমন একটি স্থানও অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'উল্লিখিত উদ্দেশ্যে' যেকোনো বয়সের নারীদের রাখা হয় বা রাখার উদ্দেশ্যে রাখা হয়;

(৩) "এতিম" বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী ছেলে বা মেয়েকে বোঝায় - যে তার পিতামাতা বা অভিভাবকদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে;

(৪) "এতিমখানা" বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যেখানে এতিমদের রাখা হয় বা রাখার উদ্দেশ্যে রাখা হয়;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "বিধবা" বলতে তার স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত মহিলাকেও বোঝায়;

(৭) "বিধবা গৃহ" বলতে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যেখানে যেকোনো বয়সের বিধবা বা মহিলাদের রাখা হয় বা রাখার উদ্দেশ্যে রাখা হয়।

আইনটি নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না

৩. এই আইনের কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না-

(ক) একটি সংস্কারমূলক বিদ্যালয় একটি শিল্প বিদ্যালয় বা একটি সহায়ক গৃহ যা সরকার কর্তৃক ১
[* * *] শিশু আইন, ১৯২২ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা প্রত্যয়িত;

(খ) উপযুক্ত হেফাজতের স্থান হিসেবে স্বীকৃত কোনও প্রতিষ্ঠান
২৮ ধারার উপধারা (১) এর অধীনে [* * *]

শিশু আইন, ১৯২২, অথবা ৩ ধারার ২৭ উপধারার (২) এর ধারা
(খ) এর অধীনে প্রণীত কোনও নিয়মের অধীনে [* * *] অনৈতিক পাচার দমন আইন, ১৯৩৩; অথবা
(গ) সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষণাবেক্ষণকৃত কোনও এতিমখানা বা বিধবা গৃহ।

লাইসেন্স ছাড়া এতিমখানা, বিধবা গৃহ অথবা বিবাহ ব্যুরো খোলা বা পরিচালনা নিষিদ্ধ

৪. এই আইনের অধীনে নির্ধারিত ফর্মে প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া বা অন্য কোনও শর্ত ব্যতীত কোনও ব্যক্তি এতিমখানা, বিধবা গৃহ বা বিবাহ ব্যুরো খুলতে বা পরিচালনা করতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের সময় এই ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে উক্ত লাইসেন্স গ্রহণের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনের তারিখ থেকে ছয় মাস সময়সীমা প্রদান করা হবে।

৫. (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, নির্ধারিত বিবরণ সম্বলিত নির্ধারিত ফর্মে আবেদন প্রাপ্তির পর, এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্তে, যে কোন ব্যক্তিকে এতিমখানা, বিধবা গৃহ বা বিবাহ ব্যুরো (এরপরে উক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করা হবে) খোলার এবং পরিচালনা করার জন্য লাইসেন্স প্রদান করতে পারবেন।

এতিমখানা, বিধবা গৃহ অথবা বিবাহ ব্যুরো খোলার বা পরিচালনার অনুমোদন

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপ-ধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্স প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবেন যদি না তিনি সন্তুষ্ট হন-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য, ১৮৬০ সালের সমিতি নিবন্ধন আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, একটি সমিতি গঠিত এবং নিবন্ধিত হয়েছে, যার
বিধানগুলি, ঐ আইনে থাকা বিপরীত কিছু সত্ত্বেও, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেন ঐ প্রতিষ্ঠান একটি দাতব্য সমিতি;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যেখানে অবস্থিত বা স্থাপনের অবস্থান করা হবে, সেই এলাকার সম্মানিত ব্যক্তি;

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানটি একটি সুস্থ এলাকায় অবস্থিত বা স্থাপনের অবস্থান করা হবে এবং সেখানে থাকা-খাওয়ার উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত আবাসন।

৬. ধারা ৫ এর অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারে। লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলকরণ
(ক) যদি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করা হয় অথবা লাইসেন্স প্রদানের শর্তাবলী লঙ্ঘন করা হয়; অথবা
(খ) যদি যে প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠান ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর ধারা (ক) থেকে (গ) পর্যন্ত উল্লেখিত শর্তাবলী পূরণ না করে।

৭. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যেকোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নন এমন যেকোন ব্যক্তি দিনে বা রাতে যেকোনো সময় যেকোনো এতিমখানা, বিধবাগৃহ বা বিবাহ ব্যুরোতে প্রবেশ এবং পরিদর্শন করতে পারবেন এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন সমিতি এবং এর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এই ধরনের প্রবেশ বা পরিদর্শনে অস্বীকৃতি জানাবেন না।

দণ্ড ৮. যে কেউ এই আইনের যেকোনো বিধান লঙ্ঘন করে কাজ করলে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে পাঁচশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে এবং যেখানে লঙ্ঘন অব্যাহত থাকে, সেই ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রতিদিনের জন্য আরও পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হবে।

প্রসিকিউশন ৯. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া এই আইনের অধীনে কোনও মামলা দায়ের করা হবে না।

এখতিয়ার ১০. প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নমানের কোনও আদালত এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করবে না।

নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা

১১. (১) সরকার পূর্ববর্তী প্রকাশনার শর্ত সাপেক্ষে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে।

(২) বিশেষ করে এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করে, এই ধরনের বিধিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্সের ফর্ম;

(খ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে লাইসেন্সের জন্য আবেদনের ফর্ম এবং এই ধরনের আবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিশদ বিবরণ;

(গ) যেসব শর্ত সাপেক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুর করা যেতে পারে; এবং

(ঘ) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর ধারা (ক) এর অধীনে একটি এতিমখানা, বিধবা গৃহ বা বিবাহ ব্যুরো নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি সমিতি গঠন।